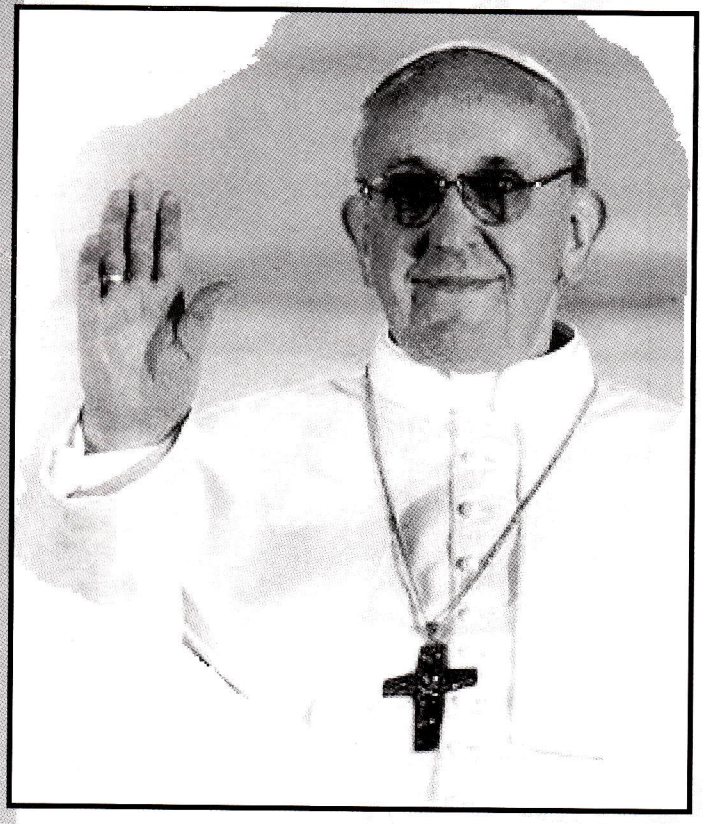

খ্রীষ্টের সেবার আদর্শে মণ্ডলী গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টাপোপ ফ্রান্সিস - ২০১৩

২০১৩ সালের ১৩ মার্চ

১. সারা বিশ্বের জন্য, মাতা মণ্ডলীর জন্য, রোমের জন্য, ভাটিকান সিটির জন্য, লাটিন আমেরিকার জন্য, আর্জেন্টিনার জন্য, জেজুইটদের জন্য ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ একটা ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। সেদিন আর্জেন্টিনার কার্ডিনাল ইয়র্গে মারিও বারগোগ্লিও পোপ হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি এখন ১.২ বিলিয়ন ক্যাথলিকের ধর্মগুরু। অর্থাৎ ১২০ কোটি ক্যাথলিক খ্রীষ্টভক্তের ধর্মগুরু।

২. এই পোপ লাতিন আমেরিকায় জন্ম নেন। এই মহাদেশে পৃথিবীর মোট ক্যাথলিক জনসংখ্যার ৪০% মানুষের বসবাস। জেজুইট সংঘ, যা কিনা ক্যাথলিক মণ্ডলীতে সর্ববৃহৎ ধর্মসংঘ, সেই সংঘের একজন সদস্য তিনি।

৩. কয়েক দফা ভোটের পর ১৩ মার্চ ভাটিকানের সিস্টিন চ্যাপেলে সাদা ধোঁয়া বের হয়। সাদা ধোঁয়া মানে নতুন নতুন পোপ হওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছিলেন - ইতালীর কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেলো স্কোলা (৭১), কানাডার মার্ক উলেট (৬৮),ইতালীর গিয়ানফ্রাঙ্কো রাভাসি (৭০) অষ্টিয়ার ক্রিস্টোফ শোয়েনবর্ন (৬৮), ব্রাজিলের অদিলো শেরার (৬৩), আর্জেন্টিনার লিওনার্দো সাদ্রি (৬৩), ঘানার পিটার টার্কসন (৬৪) ফিলিপাইনের লই তাগলে (৫৫) ব্রাজিলের হোয়াও ব্রাজ দ্য আভিজ (৬৫) এবং যুক্তরাষ্টের তিমোথি দোলান (৬২) (সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ৯ ও ১০, মার্চ, ঢাকা, ২০১৩)।

৪. জেজুইটরা ভেবেছিলেন, কোন জেজুইট কার্ডিনাল হয়তো পোপ হবেন না, অতীতে কেউ কখনো হননি। তাঁরা পোপকে সেবা দিয়েই খুশী ছিলেন। প্রায় ৫০০ বছরের ইতিহাসে তাদের মধ্য থেকে কেউ কখনো পোপ হননি।

৫. কিন্তু ১১৫ জন কার্ডিলানের মধ্যে সংখ্যাঘরিষ্ঠের ভোটে (প্রায় ৯০ জনের ভোটে) যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি লাটিন আমেরিকা থেকে, আর্জেন্টিকা থেকে, জেজুইট সংঘ (যীশু সংঘ) থেকে ও তাঁর বয়স ৭০-এর উপর। নির্বাচিত হবার পর পরই তিনি সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার অদূরে অপেমান ভক্তদের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানান।

সাধু ফ্রান্সিস ও পোপ ফ্রান্সিস

নতুন পোপের বয়স এখন ৭৬। ২০১৩ সালের ১৯ মার্চ পোপ হিসাবে তিনি অভিষিক্ত হন। ২৬৬তম পোপের নাম ফ্রান্সিস। পোপ নিজেই এই নাম বেছে নিয়েছেন। তিনি আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের আদর্শ অনুসরণ করতে চান। জীবনভরে তিনি তাই করেছেন।

১. আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জন্ম ইতালির আসিসি নগরে, ১১৮২ সালে। ফ্রান্সিস ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান হয়েও আমোদ প্রমোদের জীবন যাপন ত্যাগ করে সরল ও দারিদ্রের জীবন বেছে নেন। তিনি দিব্য দর্শনের মধ্য দিয়ে জানতে পারেন যে, ভেঙ্গে পড়া গির্জাঘরটি তাঁকে আবার গড়ে তুলতে হবে। তিনি পিতৃসম্পত্তি ত্যাগ করে নি:স্ব হয়ে বাউলের মতো হাটে-বাটে ঈশ্বরের মহিমা গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ান। একবার একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে মর্মাহত হন ও তার ক্ষতস্থান চুম্বন করেন (খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রার্থনা সঙ্কলন, ৩য় খন্ড, কোলকাতা, ২০০২)। তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু ও প্রকৃতিপ্রেমিক।